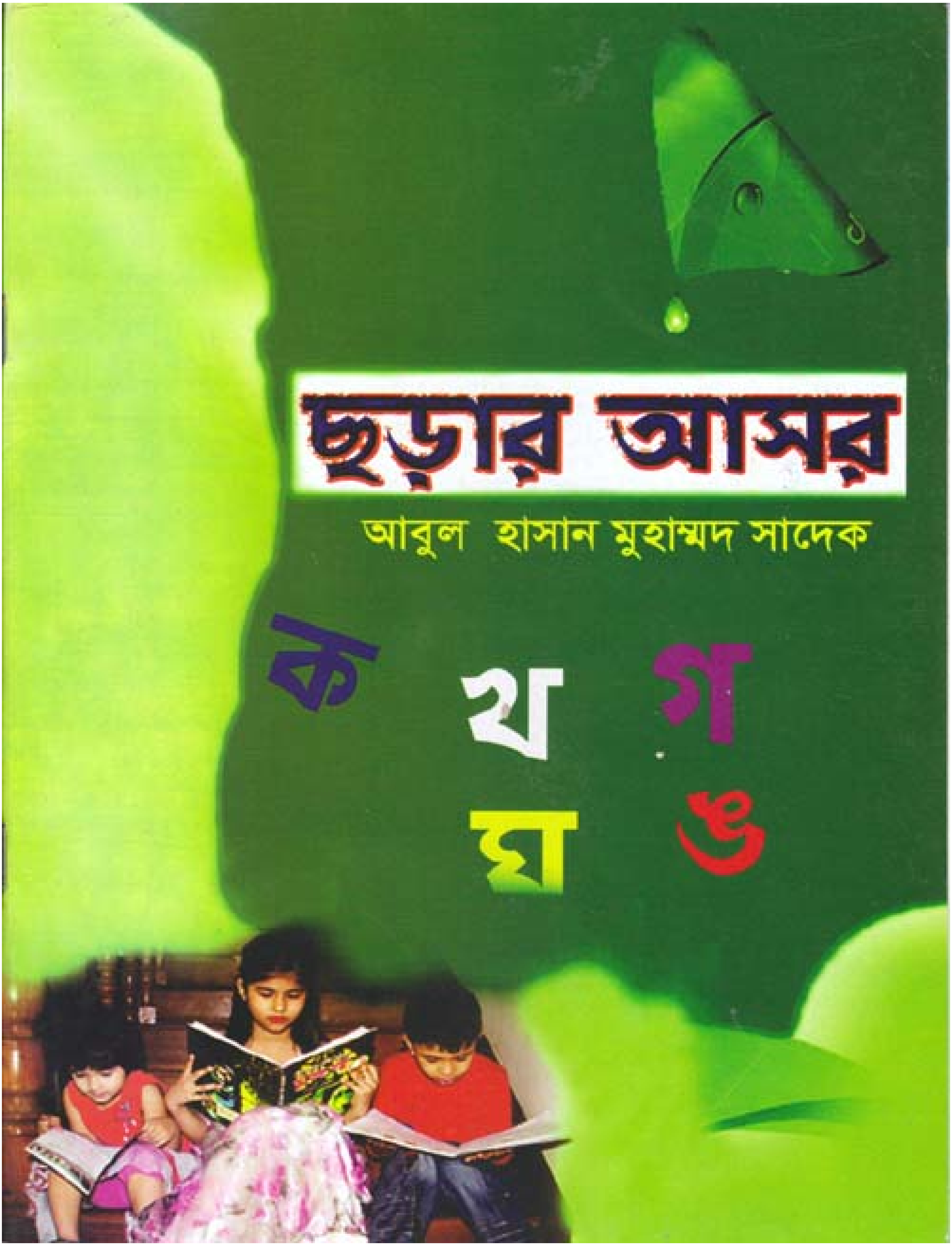
ছড়ার আসর
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক
ক খ গ
ঘ ঙ

ছড়ার আসর

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

ছড়ার আসর

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
কথামালা

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৬

প্রচ্ছদ
হাবিবুর রহমান
নীলিম শেখ রাসেল

আলোক চিত্র ভাবনা
নীলিম শেখ রাসেল

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি ১৪, রোড ২৮, সেক্টর ৭,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ফোন: ০১৬৭৮৬৬৪৪০৩

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ হাবিবুর রহমান

মুদ্রণ
মেভিস প্রিন্টার্স, ১৪৫ আরামবাগ, ঢাকা।

মূল্য: ৯০.০০

Chhorar Ashor

Abul Hasan M. Sadeq
First Edition : February 2016
Cover design : Md. Habibur Rahaman, Nelim Sheikh Rasel
Published by: Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230.
Price: TK. 90.00
ISBN : 978-984-34-0525-8

উৎসর্গ

আনাস লিখেছে ছড়া
যখন সে আট বছর
তার হাতে তুলে দিলাম
নতুন ছড়ার আসর
শুভ কামনায়
অনেক আশায়।

সূচীপত্র

বাংলা চাই-০৫
মধু মাস গাঁয়ে গাঁয়ে-০৬
বাস-০৭
পড়ো-০৮
কবি নজরুল-০৯
মন-১০
বৃষ্টি-১১
ঘড়ি-১২
কলম-১৩
ছড়া-১৪
হৈ হৈ রৈ রৈ-১৫
পথ-১৬
ছড়া ভাই-১৭
টেলিভিশন-১৮
১৯-তোমায় ভালবাসি
২০-গাঁয়ে চলো
২১-পকেট
২২-সময়
২৩-ত্যাগ
২৪-চেষ্টা
২৫-আয়নায় মুখ
২৬-স্বপ্ন
২৭-দিন বা রাতে
২৮- কম্পিউটার যেন গিগো
২৯-কী বোর্ড
৩০-মাউস
৩১-হার্ডডিস্ক

বাংলা চাই

দেশের মাটি
যতো খাটি
মায়ের ভাষা
ততো খাসা।

মিলে মিশে
ভাল বেসে
গান গাই
বাংলা চাই।

মধুমাস গাঁয়ে গাঁয়ে

এসো বোন
এসো ভাই
সবাই মিলে
গাঁয়ে যাই।

মজা করে
দৌড়ে বেড়াই
আমের বাগানে
আম কুড়াই।

কাঁচা খাই
কাঁচা আম
দুধে ভাতে
পাকা আম।

পাকা জাম
কালো কালো
খেতে লাগে
বেজায় ভালো।

ছেলে মেয়ে
উঠে মেতে
জিভে জল
লিচু খেতে।

পাকা কাঁঠাল
মধুর মতো
যতোই পাই
চাই ততো।

মধু মাস
গাঁয়ে গাঁয়ে
চলো হেঁটে
পায়ে পায়ে।

বাস

বাসে চড়ি
ঘুরে ফিরি
সারা দিন
তা খিন খিন।

আজ হলো ছুটি
খেয়ে দেয়ে রুটি
ঘুরছি এদিক সেদিক
বেড়াই দিক বিদিক।

ঐ যে এক গাড়ী
দৌড়ে যায় বাড়ী
তাকায় না এদিক
খেয়াল নেই সেদিক।

পোঁ পোঁ বাঁশি বাজে
কাজে বিনা কাজে
এমনটি চাই না
শোরগোল ভাল না।

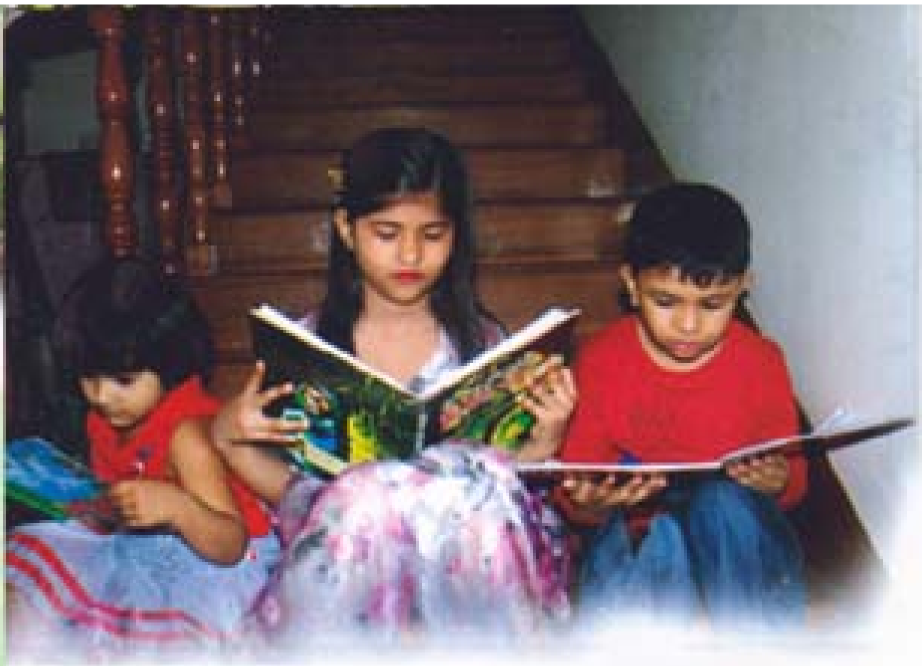

পড়ো

বিড়াল বলে ম্যাও
কুকুর বলে ঘেউ
ম্যাও ম্যাও ম্যাও
ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

গরু বলে হাম্বা
জিরাফ হলো লম্বা
হাম্বা হাম্বা হাম্বা
লোমে ঢাকা দুম্বা।

যার জন্য যা
করে যায় তা
তুমি বই পড়ো
তবেই হবে বড়ো।

পড়ো পড়ো পড়ো
হবেই হবে বড়ো।

কবি নজরুল

কবি নজরুল
নাই তার তুল
ছোটদের ভালবাসে
গায় মজার গান
ভরে যায় প্রাণ
সুর ভাসে বাতাসে।

গরীবের কথা বলে
জালেমের কান মলে
হাতে নেয় ডান্ডা
শোষক ধরে ধরে
লাঠি মেরে মেরে
করে দেয় ঠান্ডা।

বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে
বন্দী হয় জেলে
দমে যায়নি তবু
শিকল পরে পায়ে
গান যায় গেয়ে
থেমে যায়নি কভু।

তারি মতো হতে চাই
চলো সবে এগিয়ে যাই
দেশটাকে গড়বো
পিছু আর থাকবো না
অন্যায় সইবো না
ন্যায়ের জন্য লড়বো।

মন

মন হলো ছাতার মতো
কাজ দেবে খুলবে যতো।

বন্ধ রাখবে যারা
ভিজে হবে সারা।

বৃষ্টি

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
বৃষ্টি বড়ই মিষ্টি
আকাশ ভেঙ্গে নিচে পড়ে
মিষ্টি ধারায় বৃষ্টি ঝরে।

মেঘ উড়ে আকাশে
এদিক সেদিক বাতাসে
কালো কালো টুকরো মেঘ
লম্বা রেশমী সাদা মেঘ।

মেঘের উপর পরী আছে
রঙ্গিন জামায় সদা নাচে
ছুড়ে মারে বারিধারা
বৃষ্টি হয়েই নাচে তারা।

আমার যদি পাখা হতো
উড়ে যেতাম মেঘের মতো
পরী হয়ে ছুড়ি বারি
মেঘে মেঘে সারি সারি।

ঘড়ি

টিক টিক ঘড়ি চলে
রাত দিন কথা বলে
সকাল হলো উঠো
ঝাঁকি দিয়ে উঠো।

টিক টিক শুনে নাও
খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাও
লেখাপড়ায় মন দাও
ভাল হবে কথা দাও।

টিক টিক বিকেল বেলা
মাঠে গিয়ে করো খেলা
মারামারি করো না
ঝগড়াটে হয়ো না।

টিক টিক টিক টিক
কথা বলো ঠিক ঠিক
মায়ের কথা শুনো
বাবার কথা মানো।

টিক টিক চলে ঘড়ি
বলে দেয় কী করি
ঘড়ি তুমি এতো ভালো
টিক টিক কথা বলো।

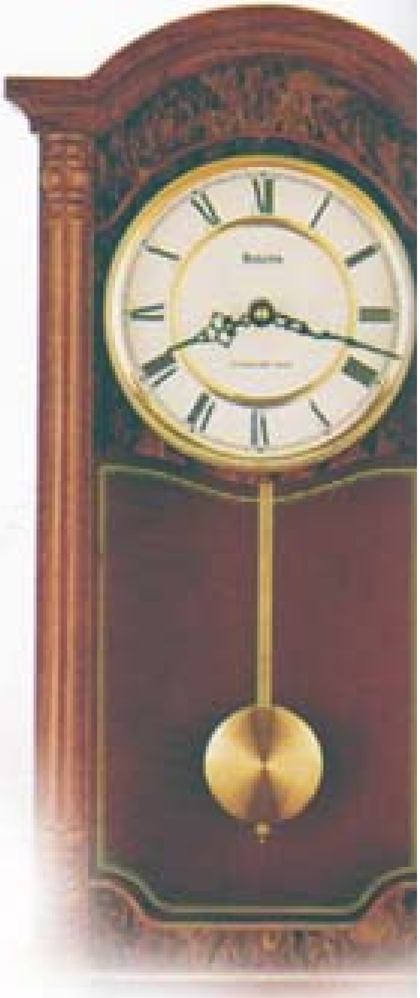

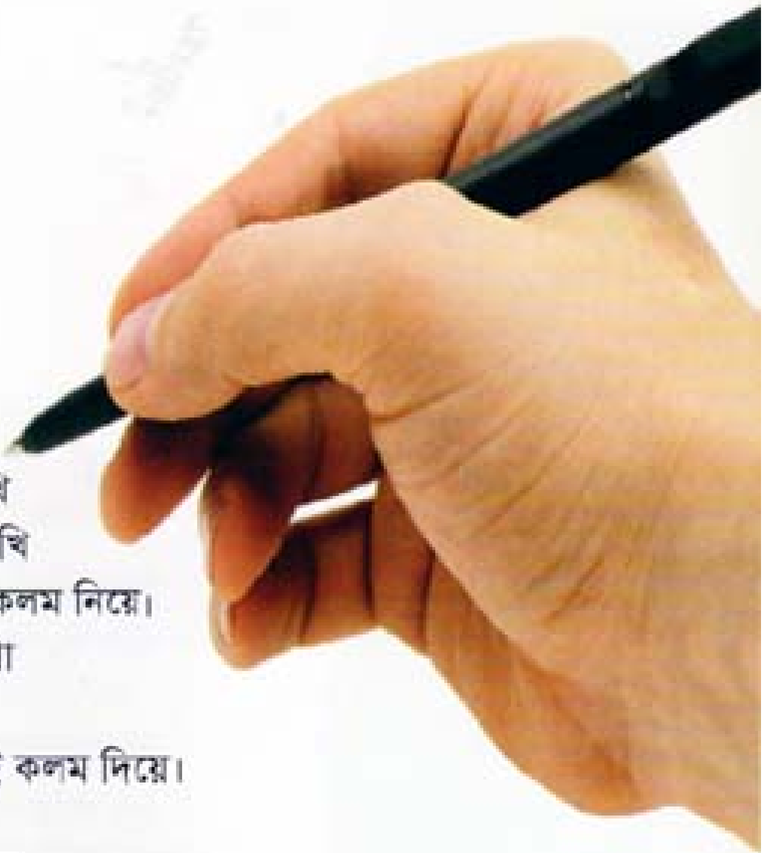

কলম

কলম দিয়ে লিখি
কলম দিয়েই শিখি
বাঁচি কলম নিয়ে।
মনের যতো কথা
সুখ দুখ ব্যথা
জানাই কলম দিয়ে।

কলম ছাড়া আজ
হয়না কোন কাজ
পেছনে থাকে সমাজ।

কলম আমার হাতে
থাকবে আমার সাথে
গড়বো নতুন সমাজ।

কলম হাতে ধরবো
সোনার বাংলা গড়বো
থাকবো না পিছে।
কলম ছাড়া দেশ
হয়ে যাবে শেষ
সকল চেষ্টা মিছে।

ছড়া

ছড়া ছড়া ছড়া
ছড়া বড় কড়া।

ছড়া ছাড়া বাঁচি না
সুখ শান্তি পাই না।

সকালে আমি ছড়া চাই
এরপর স্কুলে যাই।

বিকেলেও চাই ছড়া
তা না হলে মন মরা।

আরেক ছড়া ঘুমের আগে
তবেই তো ভাল লাগে।

হৈ হৈ রৈ রৈ

হৈ হৈ হৈ
রৈ রৈ রৈ
ধরো ওরে
মারো তারে
এ ভাবেই চলো
যা ইচ্ছে বলো।

তুমি এবার বলো
এটা কি হলো?
না, তা হলো না
এমনটি করো না
মিলে মিশে থাকো
ঝগড়া করো না কো।

সালাম করো বড়দের
আদর করো ছোটদের।

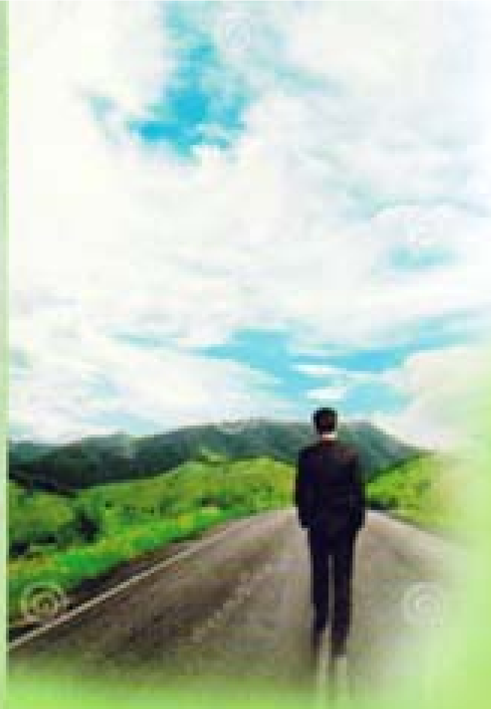

পথ

পথ দেখে চলো
ভাল কথা বলো
ভুল পথে হেটো না
হোঁচট খেয়ে পড়ো না।

যেতে হবে দূরে
ঠিক সময় ধরে।

ছড়া ভাই

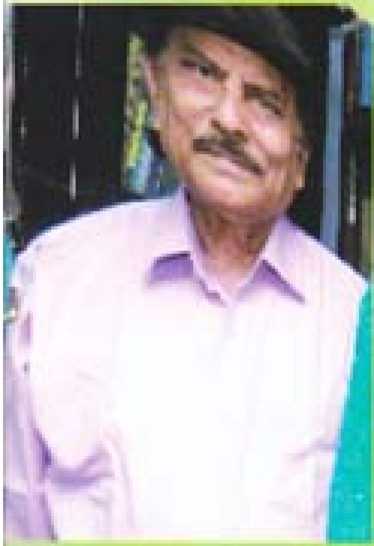

ছড়া ভাই
দাদু ভাই
ছড়া ছড়া ছড়া
মুখে ছড়া
চোখে ছড়া
ছড়া শুধু ছড়া।

দিনে ছড়া
রাতে ছড়া
ছড়া তাঁর কড়া
ছড়া পড়ে
মন ভরে
জেগে উঠে মরা।

দাদু ভাই
হাসি ভাই
মুখে চোখে হাসি
কাছে গেলে
হেলে খেলে
আনন্দে ভাসি।

বয়স কম
শিশু একদম
মাত্র আশি
মিষ্টি মুখ
কোমল চোখ
তাই ভালবাসি।

ছড়া ভাই
দাদু ভাই
বাঁচো চিরদিন
আমাদের ছেড়ে
হাত নেড়ে
যাবে না কোনদিন।

টেলিভিশন

টেলিভিশন আছে ঘরে
দেখি মজা করে
কার্টুন আছে
পুতুল নাচে
ভায়োল্যান্স মারামারি
দেখতে পাই সরাসরি।

বই ভাল লাগে না
পড়া মনে ঢুকে না
মা বাবা ভাই বোন
কথাবার্তা নেই কোন
টেলিভিশনে বেহুশ
হারিয়ে যায় হুশ।

এবার বলো ভাই
আমরা কি তা চাই ?
আমরা তা চাই না
এমন করা সাজে না।

সবাই তাই এসো
বই নিয়ে বসো
কলম হাতে ধরি
লেখাপড়া করি
আপন হয়ে চলি
কথাবর্তা বলি।

টিভিতে মজে গিয়ে
যাবো না হারিয়ে।

তোমায় ভালবাসি

আমার প্রিয় দেশ
বাংলাদেশ
আমি তোমায় ভালবাসি
তোমার খুশিতেই হাসি
তোমার দুঃখে কাঁদি নিবানিশি।

আমার দেশ
বাংলাদেশ
আমি তোমাকেই ভালবাসি
তোমার ভালোতেই ভাসি।

গাঁয়ে চলো

মাগো আমায় বলো
সত্যি করে বলো
শহরে কেনো চাঁদ নেই
গায়েই চাঁদ আছে
গায়েই সবুজ নাচে
শহরে কেনো গাছ নেই।

স্কুলের ক্লাস শেষে
সবাই ছুটে আসে
মাঠে চলে খেলা
চলে কতো দৌড়াদৌড়ি
সবাই মিলে হুড়াহুড়ি
মজা সারা বেলা।

মা'র মুখে জবাব নেই
গাঁয়ের মতো মজা নেই
বন্ধুরা গাঁয়ে চলো
ছুটি কাটাবো গাঁয়ে
খালে বিলে নায়ে
বাবাকে তা বলো।

পকেট

যখন পকেটে অনেক টাকা
মানুষ চায় তোমাকে
তুমি ভুলো মানুষকে।

যখন তোমার পকেট ফাঁকা
তুমি চাও মানুষকে
তারা ভুলে তোমাকে ।

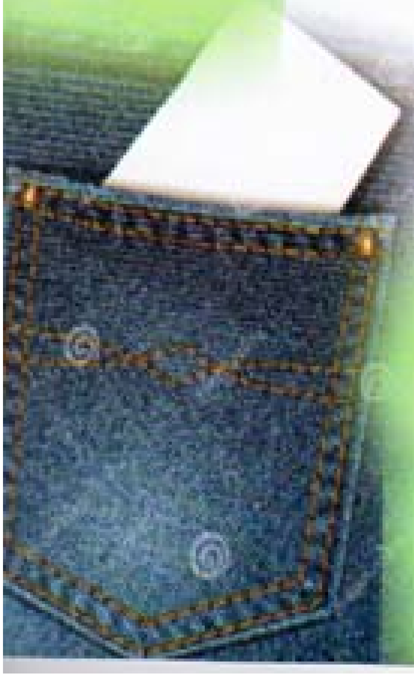

সময়

যদি সময় নষ্ট করি
আমি তবে পেছনে পড়ি।

যদি হয়ে যাই নষ্ট
তার চেয়ে নেই কষ্ট।

সময়ের কদর করো
হাতের কাজ ধরো।

ত্যাগ

ত্যাগেই আনন্দ
মহা আনন্দ!

দুখীর কাছে দৌড়ে যাও
যার নাই তাকে দাও।

দিয়ে যতো মজা পাই
তার মতো সুখ নাই।

ত্যাগেই আনন্দ
বড়ই আনন্দ।

চেষ্টা

যদি চেষ্টা করে ব্যর্থ হও
সফল তুমি, ব্যর্থ নও।

খেটে পেলেই মজা পাই
অলস পাওয়ায় মজা নাই।

আয়নায় মুখ

ইঞ্জিনিয়ারের গর্ব
আমি ছাড়া সবাই অথর্ব
অপরাধে আইনজীবির আয় বাড়ে
রোগে শোকে ডাক্তারের অর্থ বাড়ে
আমার আয় বাড়ে তখন
দেশের উন্নতি হয় যখন।

ডাক্তারের গর্ব
আমি ছাড়া সবাই অথর্ব
ইঞ্জিনিয়ার বানায় টাকা
আইনজীবির কথাও বাঁকা
আমি-ই সারিয়ে তুলি রোগ
মানুষ করে জীবন ভোগ।

আইনজীবির গর্ব
আমি ছাড়া সবই অথর্ব
ইঞ্জিনিয়ার শিখায় চুরি
হাতুরে ডাক্তার ভরে ভুরি
আমি বাঁচাই যারা নির্দোষী
শায়েস্তা করি সব দোষী।

সবাই দেখে অন্যের দোষ
নিজকে ভাবে নির্দোষ
দোষে গুণেই সবকিছু
লেগো না অন্যের পিছু।

আয়নায় নিজ মুখ দেখো
দোষ নয়, অন্যের গুণ দেখো।

স্বপ্ন

ঘুমিয়ে যদি স্বপ্ন দেখো
বিফলে তা যায়
যে স্বপ্ন ঘুমাতে দেয় না
ভরে সফলতায়।

উঠো আর স্বপ্ন দেখো
ছুটো স্বপ্নের পানে
জীবন তোমার ভরে যাবে
জয়ে জয়গানে ।

দিনে বা রাতে

করো না এমন কিছু দিনে
সারা রাত ভয় থাকে মনে
ঘুম আসে না চোখে
করো না এমন কিছু রাতে
সারাদিন হয় লুকাতে
দুরু দুরু বুকে।

ভাল সব করো
মন্দ সব ছাড়ো
তবেই পাবে সুখ
মানুষের সেবা করো
বই কলম ধরো
দূর হবে দুখ।

কম্পিউটার যেনো গিগো

গারবেজ ইন
গারবেজ আউট
ময়লা ঢুকালে
ময়লাই পাবে
নো ডাউট।

গুড ইন
গুড আউট
ভাল দিলে
ভালই পাবে
নো ডাউট।

যা ভাল দাও
যা ভাল নাও
ময়লা কিছু দিওনা
মন্দ কিছু নিওনা।

কীবোর্ড

কলম লাগে না
কাগজ লাগে না
আঙ্গুল লাগালেই লেখা হয়
ভুল হওয়ার নেই যে ভয়
আঙ্গুল টিপো এখানে
লেখা হয় সেখানে।

এভাবে না ওভাবে
আঙ্গুল টিপো যেভাবে
ছাপার মতো লেখা হবে
লেখার চিন্তা দূর হবে।

এ যেনো আজব মন্ত্র
কম্পিউটারের আজব যন্ত্র
মনিটরের সামনে বিছানা
শুয়ে থাকা অক্ষর ছানা
কীবোর্ড নাম তার
কাগজ পেল নিস্তার।

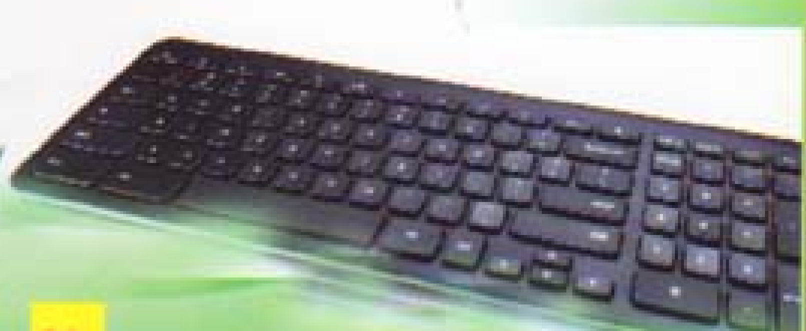

মাউস

সরু পথে ইঁদুর চলে
ছলে বলে কৌশলে
এখানে যায় ওখানে যায়
যা-ই পায় তাই খায়।

সদা তৎপর সদা দৌড়ে
সকাল বিকাল ভোরে
ফুরুৎ এখানে ফুরুৎ ওখানে
যায় যেতে হয় যেখানে।

কম্পিউটারের ইঁদুর ভালো
মাউস নামের ইঁদুর ভালো
বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায়
সিপিইউতে নির্দেশ পৌঁছে দেয়।

দুষ্টুমি সে করে না
কথা অমান্য করে না
তার নির্ভুল বার্তা ধরে
কম্পিউটার কাজ করে।

হার্ডডিস্ক

কতো কথা
        মা বলে
শত কথা
        বাবা বলে
হাজারো কথা
        স্যার বলে।

ইনি বলে
উনি বলে
সবাই বলে
কথা চলে
থলে থলে।

এভাবে সেভাবে
কোন ভাবে
মনে থাকে না এতো কথা
ভুলে যাই সব কথা।

শোন ভাই শোন
সমস্যা নেই কোন
এসেছে এক নতুন মন
এ মনে ঢুকাও যতো কথা
মনে রাখবে সব কথা
দূর হবে মাথা ব্যথ্যা।

কম্পিউটারের মন আছে
        নাম তার হার্ডডিস্ক
সে মনে রাখে সব কথা
        ভুলে যাওয়ার নেই রিস্ক।

সব কথা বলো তাকে
জমা রাখবে মনের বাঁকে।